গোয়েন্দা সিরিজ-১

রহস্যময় চিরকুট

ওয়াসীমুল বারী আরজু

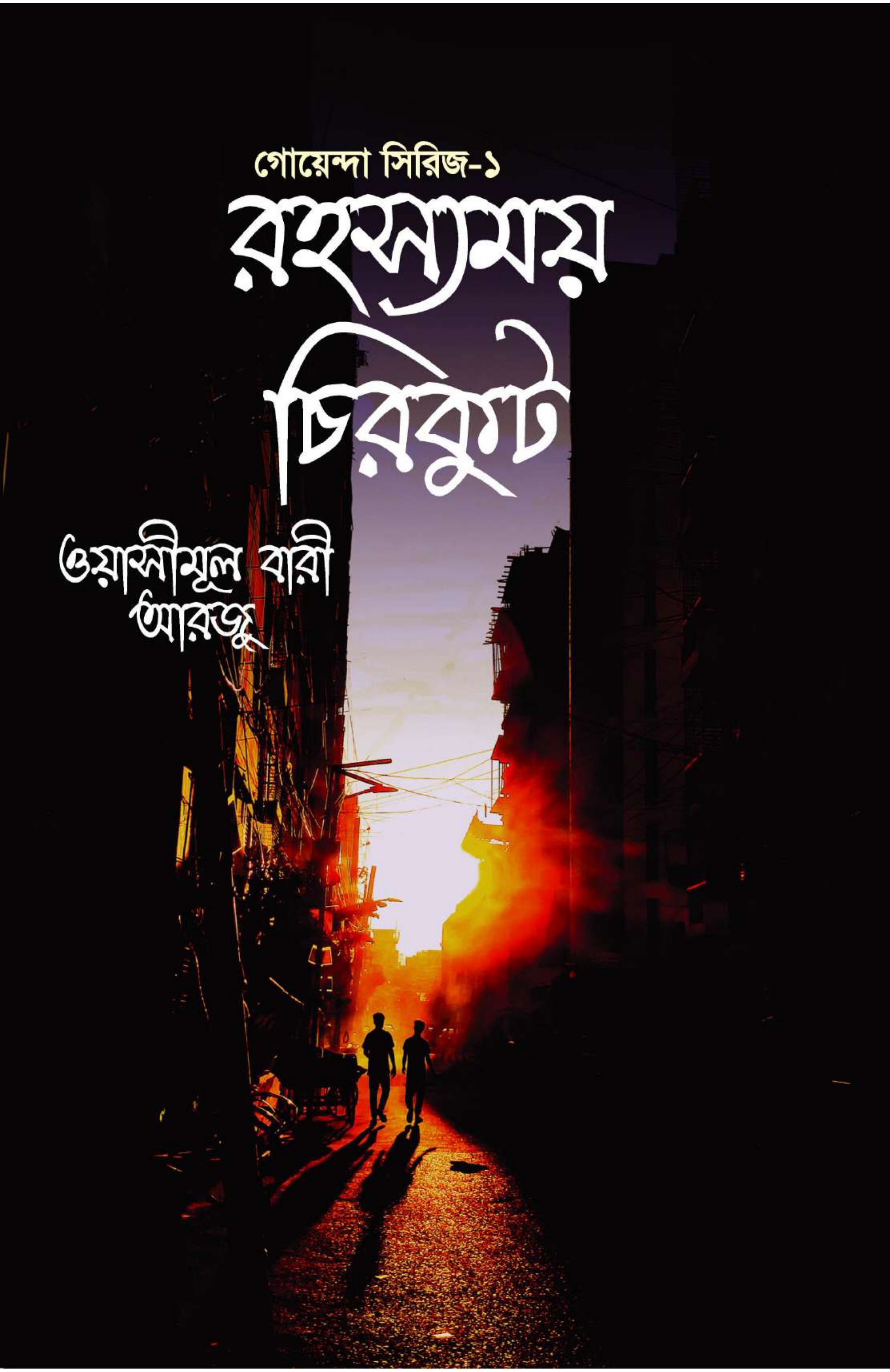

রহস্যময় চিরকুট • ওয়াসীমুল বারী আরজু

সদ্য কলেজ পড়ুয়া নাফিস একজন সাধারণ ছেলে। কলেজে একজন রহস্যময়ী সহপাঠির সাথে পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে তার জীবনে হঠাৎ করে উত্থান-পতন ঘটে এবং পাল্টেয়ে যায় তার জীবনের গতি। সহপাঠির অনুসন্ধিৎসু মন স্রাষ্টা প্রদত্ত শৈল্পীক কলাকৌশল তাকে মুগ্ধ করে আর এটি ছিল তার জন্য উপহার স্বরূপ। খুব শীঘ্রই দু'টি ছেলে একটি ভয়ানক ঘটায় জড়িত হয়ে পড়ে, একটি পুরাতন বাংলোকে কেন্দ্র করে। সেখানে জীবন বাজি রেখে ঘটনার আদ্যোপান্ত উৎঘাটন করতে গিয়ে যে দৃঢ়তা আর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে চিন্তক পাঠকের মনে খোরাক জোগাবে। তাদের দুঃসাহসিক অভিযানে খুন, অপরাধ, রহস্য এবং দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলোটিই উম্মদনার বিষয় বস্তু।

"তোমাকে যে টেনে নামিয়েছে, সে আমি নই। এটি তোমার ভাগ্য যা তোমার বিপক্ষে গেছে"। রহস্যময়ী বন্ধুটি বলল।

অধ্যায়-১
অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা

নাফিসকে দেখে কখনোই কেউ বলতে পারবে না যে সে কলেজে অধ্যায়নরত একজন ছাত্র। তাকে দশম শ্রেণী অথবা তার নিচু ক্লাসে পড়ুয়া ছাত্র মনে হয়। সে উচ্চতায় ছয় ফুট এক ইঞ্চি তার চুল ছোট ও কালো বর্ণের। সে ফর্সা ছিল।

আজ নাফিসের জীবনের বিশেষ একটি দিন। সে তার জীবনে প্রথম বারের মত কলেজে যেতে চলেছে। তারপরেও সে ঘুম থেকে যথা সময়ে উঠতে পারেনি। তবে সে কোন মতে যথা সময়ে ক্লাসে পৌছাতে সক্ষম হল। সৌভাগ্যবশত, শিক্ষক ক্লাসে তখনও ঢুকে নাই। সে প্রথম সারিতে বসার জন্য ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল। সে দ্রুত সেই জায়গায় বসে পড়ল। তার পাশে বসে থাকা ছেলেটির চুল লম্বা গাঢ় বাদমী বর্ণের ও কাকড়ানো ছিল। সে ফর্সা ছিল। তার চোখ হালকা বাদামী বর্ণের। নাফিস ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসল। নাফিস জড়তা কাটানোর চেষ্টা করছিল। সে কিছু সময় নিয়ে নিxশ্বাস ফেলল তারপর সে ছেলেটির দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। নাফিস তার সাথে পরিচিত হল।
ছেলেটি বলল,
-তুমি কি নাইমুর রাশিদ নাফিস ?
নাফিস তাকে জিজ্ঞাসা করলো
-কিভাবে তুমি আমার নাম জানো ? আগে কি তোমার সাথে আমার কোথাও দেখা হয়েছিল?
-ওহ! না, এর আগে আমাদের কোথাও দেখা হয়নি। ছেলেটি এমন ভাবে কথাটি বলল যেন নাফিসের জন্য কোন রহস্যময় ঘটনা অপেক্ষা করছে। সে বলল-
আমি অনুমান করে তোমার নাম বলেছি। তুমি কি হাটখোলা বাজারের কাছে থাকো?
-হ্যাঁ আমি হাটখোলা বাজারের কাছেই থাকি। নাফিস হতবাক হয়ে বলল
-কিভাবে তুমি এসব জানো?
-তুমি যখন ক্লাসে ঢুকছিলে তখন আমি তোমাকে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। যদিও হঠাৎ করে তোমার নাম জানা আমার পক্ষে কঠিন। তবে আমি তোমর নামের প্রথম ও মধ্যের অংশ দেখেছি। সেটি হল নাইমুর এবং রাশিদ আমি তোমার নামের অস্পূর্ণ অক্ষর তোমার পরিচয় পত্রে দেখেছি। সেখানে ‘‘এন’’ বা ‘‘এম’’ অক্ষরটি লেখা ছিল। তখন সম্পূর্ণ নামটি দেখা যাচ্ছিল না। তখন কার্ডের অর্ধেকটি পকেটের বাইরে এবং বাকী অর্ধেকটি ভিতরে থাকায় আমি পুরো নাম দেখতে পাইনি। তোমার নামের শেষের অংশটি খুঁজে পেতে আমি সাধারণ বাংলা নাম গুলো মনে করতে

লাগলাম,। হঠাৎ করে আমার মাথায় কিছু নাম আসল যেমন নবিল, নূর, নাহিদ, নাসির, নিলয়, নাফিস, মীর, মনোয়ার, মিন্টু, মোহাম্মদ ইত্যাদি।
-কিন্তু তুমি কেবল 'এন'' বা ''এম''নিয়েই ভাবলে কেন এটি ''এ'' ও হতে পারতো
-তোমার পরিচয় পত্র মোতাবেক ''এ'' অক্ষরটি খাপ খাচ্ছিল না। অদ্ভুত বালকটি উত্তর দিল।
-তাই আমি অনুমান করলাম যে, এটি অবশ্যই ''এন'' বা ''এম'' হবে। আমি অস্পূর্ণ অক্ষরটির কথা বলছিলাম। এটি ত্রিভূজের মত দেখাচ্ছিল ও নিচের দিকে নেমে ছিল। এটি ত্রিভুজাকৃতির এমন একটি ইংরেজী অক্ষর যা দেখতে ''এম'' ''এন'' ও ''এ'' 'র মতই নিচের দিকে নামানো। আমি সেটির আকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম। যেহেতু এটি পরিচয় পত্র ছিল, সেহেতু সেটি যে কোন সান সেরিফ ফন্ট হতে পারে ''এম '' এর জন্য দুটি এবং ''এন'' এর জন্য একটি ত্রিভুজ তৈরী করবে। কিন্তু উভয় অক্ষরই সমকোণী ত্রিভুজ তৈরী করবে। যদি তুমি ''এম'' অক্ষরটি গভীরভাবে লক্ষ্য করো তবে দেখতে পাবে এটি ডানদিকে কোণযুক্ত সরু ত্রিভুজ তৈরী করছে ''এন'' এর সাথে তুলনা করলে। আমি অনুমান করিেছিলাম ''এম'' অক্ষরটি ডানদিকের কোণযুক্ত ত্রিভুজের চেয়ে আরও কিছুটা সংকুচিত। তাই আমি ''এম'' এর পরিবর্তে এন অক্ষরটি বেছে নিয়েছিলাম। কারণ আমি দেখেছি তোমার পরিচয় পত্রে ত্রিভূজটি সংকুচিত ছিল না।
যদি তুমি যথাযথ ভাবে যুক্তি দিয়ে চিন্তা কর তবে ''এ'' অক্ষরটির তুলনায় ''এন'' এবং ''এম'' অক্ষরটির বাম দিক থেকে খাড়া খাড়ি ভাবে সরল রেখা টেনেছে। তাই এটি বাম দিক থেকে অসম্পূর্ণ অক্ষর মনে হচ্ছিল। যদি অক্ষরটি ''এ'' হতো তবে আমি উলম্ব সরল রেখাটি দেখতে পেতাম না, তবে এটি একটি কাত করা ঢালু রেখা ছিল। এছাড়া নাফিস নামটি তোমার বাকি নামের সাথে ভালো শোনায় বা সঠিক বলে মনে হয়। ছেলেটি আত্মবিশ্বাসের সাথে তার কথা গুলো শেষ করলো এবং আমি যাই তোমাকে বললাম তুমি চিন্তা করছো না হয়, তোমার মাথায় এসব ব্যাপার ঘুরপাক খাচ্ছে। নাফিস অবাক হয়ে হেসে তাকে জিজ্ঞাসা করলো।
-আমি যখন ক্লাসে ঢুকছি এবং তোমার পাশে বসেছি তখনই তুমি লক্ষ্য করেছো। অদ্ভুত ছেলেটি
-হ্যাঁ বলল।
আশ্চর্যজনক ভাবে নাফিস বলল
-এটি সঠিক নাম। তুমি খুবই ভালো অনুমান করেছো। অদ্ভুত ছেলেটি বলল
-যদিও আমি এটি অনুমান করেনি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি কি শুনতে চাও যে তুমি কোথায় থাকো তা আমি বুঝলাম কি ভাবে ? নাফিস হতবাক হয়ে বলল

-তুমি বলতে থাকো।
-তোমার সাথে কথা বলার সময় আমি তোমার জুতোর দিকে তাকালাম। তোমার জুতো খুবই নোংরা ছিল। সেখানে মাটি লেগে ছিল। তুমি নিশ্চয় কোন কাঁদা মাটি পেরিয়ে এসেছো। যেহেতু এখন শীতকাল তাই কাঁদা যুক্ত মাটি থাকাটা অস্বাভাবিক। আশা করি তুমি বাজারের ভিতর থেকে এসেছো। আজকের সকালে কোন বৃষ্টি হয়নি। রাস্তা খুবই পরিস্কার ছিল। দ্রুত আসার জন্য তুমি বাজারের ভিতর দিয়ে সহজ রাস্তাটি ব্যবহার করেছো। যে কেউই দ্রুত আসার জন্য এই সহজ রাস্তা ব্যবহার করতে পারে। তোমার চেহারা দেখে বুঝা যাচ্ছিল তুমি দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছো। তাই তুমি তাড়াতাড়ি মাছের বাজারের ভিতর থেকে এসেছো। কলেজ থেকে এখানে আসতে দশ মিনিট সময় লাগে। তাই তোমার জুতোয় কাঁদা মাটিতে ভরপুর ছিল। কারণ মাছের বাজারের রাস্তা সব সময়ই কাঁদা মাটি যুক্ত থাকে। আমি ধারনা করেছি বাজারটি হাট খোলা বাজার। এটি কলেজের আশে পাশেই। বোঝাই যাচ্ছে যে তুমি রিকসা করে আসোনি। সেহেতু কলেজটি তোমার বাড়ীর খুব কাছে। তাই তুমি হাট খোলার মাছ বাজারের সহজ রাস্তা থেকে ছুটে এসেছো এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, আমি কিভাবে বুঝতে পারেছি যে তুমি দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছো। ছেলেটি অদ্ভুদ হাসি দিয়ে বলল। তুমি আয়নায় তোমার চেহারা দেখতে পারো। নাফিস দ্রুত হাত দিয়ে তার মুখ ঘষতে থাকলো। সে চাচ্ছিল যেন তার মুখ মন্ডল দেখে বোঝা না যায় যে সে ঘুম থেকে ওঠার পর মুখ ভালোমত ধুয়নি।

সে সত্যিই হতবাক।
-তবে আরও অনেক বাজার থাকতে পারি। বিশেষ ভাবে এটি হাট খোলাই কেন হবে?
-কারণ আমিও হাটখোলা বাজার থেকে আসছি। আমিও দ্রুত আসার জন্য ছোট রাস্তাটা ব্যবহার করেছি যেহেতু সেটি মাছের বাজার সেখানকার রাস্তায় পানি কাঁদা মাটি থাকেই। বাজারটিও সকাল আটটা বাজে খোলা হয়। ওহ! আর একটি কথা, আমি তোমার মতই প্রথম বর্ষের ছাত্র।
-হুম, তুমি খুব ভালোমত আমার আইডি কার্ড দেখেছো ঠিক বলছি ?
-এটি ঠিক!
-আমি বুঝেতে পাচ্ছি না কি বলবো। এমন দক্ষতা থাকলে তুমি রর্বাট ডাউনি জুনিয়রকে হার মানাবে। তোমাকে আমার শার্লক হোম্স মনে হচ্ছে।
-মূলত সেটি হলো চলচ্চিত্র এবং এটি তো বাস্তব জীবন। যাই হোক সেগুলো হলিউডের চরিত্র আর সে গুলোকে বাদ দাও, তুমি এখন আমার বন্ধু। ছেলেটি বলল।
-তোমার সাথে পরিচিত হয়ে আমার খুবই ভালো লাগছে। তারা হাত মিলালো।

নাফিস তার নাম জিজ্ঞাসা করলো। ছেলেটি জানালো তুমি দ্রুতই আমার নাম জানতে পারবে। নাফিস জিজ্ঞাসা করলো।

-রহস্যময় বালক। তোমার নাম কি ? ছেলেটি হেসে উত্তর দিল

-এটিকে রহস্যের মধ্যেই থাকতে দাও।

নাফিস চিন্তা করছিল ব্যাপারটি আসলেই উদ্ভট। নাফিস কিছু বলার আগে শিক্ষক চলে আসলেন এবং সবাই তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন। শিক্ষক সবার নাম ডাকলেন এবং ক্লাস শুরু হলো। দুটি বিরক্তিকর ক্লাসের মধ্যে মনে হচ্ছিল যেন সময় কাটছিলই না। এখন সবার বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে।

নাফিস ক্লাসের পর ক্লান্ত হয়ে গেল। তবে নাফিসের বন্ধুদের সাথে কথা বলার আগ্রহ ছিল না। দীর্ঘ সমসয় ধরে সাদা বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে তার ঘাড় ব্যাথা শুরু হলো। নাফিসের নতুন বন্ধু তার ব্যাগ গোছাচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করলো

-শিক্ষকদের সর্ম্পেকে তোমার মনোভাব কি ? সে উত্তর দিলো

-তারা ভালো। তুমি কি জানো রসায়নের শিক্ষক পাখি এবং পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক বিড়াল পছন্দ করে? নাফিস জিজ্ঞাসা করলো

-কোন সময়ে তুমি সেটি লক্ষ্য করেছো ? ছেলেটি উত্তর দিলো।

-শিক্ষক পড়ানোর সময়। নাফিস মনে মনে ভাবছিল আমি নিজেও জানি না আমার অবাক হওয়া উচিত কি-না। নাফিস জিজ্ঞাসা করলো

-তুমি কিভাবে পড়ানোর সময় এসব লক্ষ্য করেছো।

-এটি অতি সাধারণ! পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষকের হাটুর নিচে সাদা চুল ছিল। আমি তার পা ভালোমত লক্ষ্য করেছি এবং তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো কেন বিড়াল? কুকুর নয় কেন? এটা খুবই সোজা যদি তুমি একটি কুকুর পোষ তবে সেটি বিড়ালের মত তোমার পায়ের কাছে দিয়ে আদর জানাবে না কিন্তু চারদিকে লাফিয়ে উঠতে পারে সেহেতু তার একটি পোষা বিড়াল আছে। তুমি কি রসায়ন শিক্ষকের আঙ্গুলে ছোট ছোট দাগ গুলো লক্ষ্য করেছো ? নাফিস উত্তর দিল

-আমি ক্লান্ত ছিলাম তাই এতো ভালো করে এসব দেখিনি।

-আমি এটি লক্ষ্য করেছি। শুধু এটিও একটি মাত্র বিষয় নয়, আমি তার গায়ে পালক দেখিছি। নাফিস তাকে থামিয়ে বলল

-হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি। তুমি আমাকে আবারও হতবাক করবে, তোমার অনুমান ক্ষমতা দিয়ে। আমরা কি এখন বাসায় যেতে পারি ? আমি খুবই দু:খিত বন্ধু; আমি আমার বাসার নরম বিছানায় কিছুক্ষণ ঘুমাতে চাই।

-যাই হোক ঠিক আছে। বাসায় যাওয়া যাক। ছেলেটি ব্যাগ নিয়ে ক্লাস কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। নাফিস তার সাথে হাঁটা শুরু করলো। তারা বারান্দার দিকে এগিয়ে

গেল। সিড়ি ভেঙ্গে নিচে নামতে লাগলো। নাফিস এবং তার বন্ধু কিছু ছাত্রকে বসে থাকতে দেখল। অনেকেই ক্যাম্পাসের মাঠে হাঁটছিল ও ফুটবল খেলছিল। তারা এমন কাউকে দেখল যে যাদু খেলা দেখাচ্ছে। ছেলেটি নাফিসকে সেদিকে যাওয়ার জন্য বলল।

-মনে হয় সেখানে ভালো কিছু হচ্ছে। ছেলেটি এমন দ্রুত সেদিকে গেল, নাফিসকে সে-কি বলেছে নাফিস তা বুঝে উঠতে পারলো না।

-বন্ধু, আমি অপেক্ষা করতে পারবো না। আমাকে বাসায় যেতে হবে, আমি ক্লান্ত। নাফিস বাড়ীর দিকে হাঁটার মনস্থির করলো। কিন্তু সে তার বন্ধুকে লক্ষ্য করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। সে তার নতুন কলেজ বন্ধুকে নিরাশ করতে চায়নি। তাই অলস ভঙ্গিতে তার দিকে হাঁটা শুরু করলো।

-নাফিস তুমি উপযুক্ত সময়ে এসেছো। ছেলেটি বলল। যাদুগর সোড়ার কৌটা দিয়ে খেলা দেখাচ্ছিল। তারা খুবই আগ্রহী ছিল। ছাত্রদের মাঝে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ সম্মোধন করলো। সে একটি সোড়ার কৌটা ধরে ছিল।

-তোমরা দেখতে পাচ্ছো আমার হাতে সোড়া বিহীন একটা ক্যান। ক্যানটির মাঝখানে হালকা ভাঁজ আছে। ছেলেটি লম্বা হাসি দিল। সে চিকন, লম্বা, তার ছোট এবং কাল বর্ণের চুল ছিল। ছেলেটির গায়ের রং গৌরব বর্ণ।

-আমি যাদুর মাধ্যমে খালি ক্যানটি পরিপূর্ণ করবো। সবাই তালি দিল। যাদুগর হেসে উঠল। সে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে দেখালো কৌটাটি খালি। তারপর যাদুগর কৌটাটাকে হালকাভাবে ঝাঁকালো। সে সবাইকে কৌটার মুখের দিকটা দেখাতে লাগল, সেখানে কোন স্ট্র হোল্ডার ছিল না। যাদুগর দর্শকদের বলল দেখুন এখানে কোক নেই। সে ধরে থাকা কৌটাটির চারপাশে হাত ঘুরাচ্ছিল, কিছুক্ষণ পর সে হাত ঘোরানো বন্ধ করে দিল। যাদুগর চিৎকার করে বলে উঠল 'আবরাকাডাবরা'! সে তার এক হাতে কৌটা ধরে ছিল এবং অপর হাত কৌটার উপর ঘুরাচ্ছিল। হঠাৎ করে কৌটাটি জোরে ঝাঁকাতে শুরু করলো। কৌটাটি যাদুগর দুই হাত দিয়ে ধরে ছিল। সে থেমে গেলে। দর্শকরা বিনোদনের জন্য হাত তালি দিল।

যাদুগর চিৎকার করে ও হেসে বলল

-না, এখন খেলা শেষ হয়নি। আমি ক্যানটি কোক দিয়ে পূর্ণ করতে চলেছি। যাদুগর কৌটাটি বাম হাতে চেপে ধরলো এবং তার ডান হাতটি কৌটার উপর ঘুরাতে লাগলো। তারপর সে দু'হাত দিয়ে কৌটাটি চেপে ধরলো। সে জোরে জোরে কৌটাটি ঝাঁকালো। সে দর্শকদের কৌটার উপরি ভাগটি দেখালো তারা সকলেই কৌটাটির উপরের অংশটি দেখলো।

-দর্শকগণ, আমি যাদু করে স্ট্র হোল্ডার টি ফিরিয়ে এনেছি। আবার বিনোদনের জন্য দর্শকরা হাত তালি দিলো। যাদুগর হাসি মাখা মুখ নিয়ে দর্শকদের জিজ্ঞাসা করলো ‘‘ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ আপনারা কি মনে করছেন, ক্যানটার ভিতরে কি থাকতে পারে ? নাফিস দর্শকদের সাথে চিৎকার করে বলল ‘‘কোক’’। যাদুগর কৌটাটির মুখ খুলতেই সোঁ সোঁ শব্দ করে কোক বেরিয়ে আসলো। কোক বের হওয়ার ফলে যাদুগরের হাত ভিজে গেল।

যাদুগরের কৌশলে নাফিস মুগ্ধ হলো। ছেলেটি নফিসকে জিজ্ঞাসা করলো।
-তুমি কি বুঝেছো যাদুগর কিভাবে এটি করেছে? নাফিস বলল না।
-আমি বুঝতে পারিনি। আমার মনে হয় তুমি এটা বুঝতে পেরেছো। ছেলেটি হেসে নাফিসকে বলল।
-তোমাকে এটি বোঝানো আমার জন্য খুবই সহজ। ছেলেটি এমন ভাবে হাসলো নাফিস কোন ভাবেই তা বর্ণনা করতে পারবে না। নাফিস বলল।
-কি যে বলো! এটি কী সহজ?
-সত্যিই এটি সহজ ! ছেলেটি বলল।
-আমি তোমাকে অবশ্যই এটি সম্পূর্ণভাবে দেখাতে পারি এবং তোমাকে এর যুক্তিযুক্ত বর্ণনা দিতে পারি। নাফিস জিজ্ঞাসা করলো।
-আচ্ছা তুমি কি ভাবে, কোথা থেকে এটি শিখেছো? ছেলেটি বলল।
-দেখ এটি খুবই সহজ। চলো তো যাদুগরের আরও কাছে যাওয়া যাক। আমি এটির রহস্য ভেদ করবো। দেখবে আমিই ঠিক বলছি। নাফিস হেসে বলল এটি নিয়ে কি বাজী ধরা যায়?
-একমাত্র বাজি হলো, আমার ভুল হলে আমার ব্যর্থতায় তুমি হাসতে পারো। নাফিস শব্দ করে হেসে বলল তাহলে কাজটি খুবই আনন্দদায়ক হবে। আমি আমার হাত খরচের টাকা দিয়ে এমন খেলা দেখতে পছন্দ করি। নাফিস যাদুগরের দিকে এগিয়ে গেল। নাফিস তার বন্ধুর কাছে যাদুগরকে ডাকতে পারে। দর্শকরা চলে যেতে শুরু করলো। নাফিস তাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনার হাতে কোক পড়ে গিয়েছিল, আপনি তা ধুয়েছেন? ভাই, আমি নাফিস, কেমন আছেন ?
-আমি ভাল আছি এবং সুখেই আছি। আমি দেখেছি তুমি দর্শকদের সাথে দাঁড়িয়ে আমার যাদু খেলা দেখছিলে। বন্ধু, তোমার মতামত কি? এটি কি ভালো ছিল? যাদুগর হাত ধুতে ধুতে হাসি দিয়ে উত্তর দিলো। নাফিস দেখলো যে যাদুগর অহংকারী ছিল না। নাফিস দেখেই বুঝল যে সে ছাত্রদের প্রতি বন্ধু সুলভ আচরণ করে। নাফিস হেসে বলল
-সত্যিইএটি খুবই ভালো ছিল।

-আমি জেনে আনন্দিত হলাম যে তুমি মজা পেয়েছো।
-যদিও আমি তোমার কৌশল গুলো দেখে শান্ত ছিলাম কিন্তু আমার বন্ধু আমাকে বলল সে এগুলোর রহস্যময়ী কৌশল উদঘাটন করেছে যাদুগর নিঃশ্বাস ফেলে বলল
-চমৎকার! সত্যিই কি ও পেরেছে ?
-হ্যাঁ আমার এক বন্ধু তোমার যাদু বিদ্যার কৌশল এক মিনিটেই সমাধান করেছ। নফিজ সাহসীকতার সাথে তাকে কথা গুলো বলছিল। যাদুগরের চোখ জ্বলজ্বল করছিল। সে আরও আন্দন্দিত হলো ও নাফিসের বন্ধুর সাথে দেখা করতে আগ্রহী ছিল। যাদুগর আগ্রহের সাথ বলল
-আমি তোমার বন্ধুর সাথে দেখা করতে চাই।
- ঠিক আছে। আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবো। যাদুগর খুবই তাড়াহুড়ো করছিল এবং সে নাফিসের বন্ধুর সাথে দেখা করতে চাচ্ছিল। নাফিস পিছন থেকে তার বন্ধুকে ডাকলো এবং ফিসফিস করে তাকে বলল। -সে এখানে। ছেলেটি চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লো। যাদুগর নাফিসের বন্ধুকে জানালো।
-আমি তোমার বন্ধুর থেকে শুনলাম তুমি আমার যাদু বিদ্যার রহস্য ভেদ করেছো? নাফিসকে বলল
-আমার বন্ধু, তুমি কি একটু পর আসতে পারো? আমি ব্যক্তিগত ভাবে তার সাথে কথা বলতে চাই। নাফিস কেঁপে উঠল
-কিন্তু কেন ?
যাদুগর বলল তুমি এটি পরে জানতে পারবে।
-তুমি চিন্তা করো না। আমার উপর বিশ্বাস রাখো। ছেলেটি বলল আমি রহস্যভেদ করবো না। যাদুগর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটি বিনয়ের সাথে তাকে জানালো সে যদি থাকে আমি আপনাকে জানাবো যে কি ভাবে আমি রহস্যভেদ করেছি। যাদুগর বলল ঠিক আছে সে থাকুক। যাদুগরের সম্মতিতে নাফিস খুশি হলো ও যাদুগরকে সম্মান জানালো।
- ঠিক আছে। আপনি কি আমার যাদু বিদ্যার রহস্যের ব্যাখ্যাটি শুরু করতে পারেন? যাদুগর জিজ্ঞাসা করলো। ছেলেটি হেসে জানালো
-ঠিক আছে। শুরু করা যাক। আামি জানি যাদু খেলা শুরুর আগে আপনি কৌটার মাঝখানের অংশটি হালকা চ্যাপ্টা করে দিয়েছিলেন, তাই না? যাদুগর বলল হ্যাঁ , আমি করে ছিলাম।
-সুতরাং আমার অনুমান ঠিক। প্রথমে আপনি ক্যানটির গায়ে সুঁই ব্যবহার করে ছোট গর্ত তৈরী করেছিলেন। আপনি অর্ধেক কোক বের করে ফেলে ছিলেন। যাতে আপনি ক্যানটাটি কে হালকা ভাবে চ্যাপটা করতে পারেন; কারণ এটি প্রয়োজন ছিল। আপনি

চিকন ও লম্বাটে কালো স্কসটেপ দ্বারা গর্তটি বন্ধ করে রেখেছিলেন। আপনি গর্তটি বন্ধ করে রেখেছিলেন কেউই তা বুঝতে পারেনি। তাহলে আমাদের প্রথম পর্ব শেষ যেখানে আপনি হালকা করে ক্যানটি চ্যাপ্টা করেছেন। অর্ধেক কোক ফেলে দিয়ে। দ্বিতীয় অংশ শুরু হয়, সেটি প্রথম পর্বের সাথে সামঞ্জস্য ছিল। সেটিও যাদু খেলা শুরু হওয়ার আগে ব্যবস্থা করে ফেলা হয়েছিল। আপনি একটি কালো স্টিকার ব্যবহার করেছিলেন। সেটিকে আপনি একটি খোলা স্ট্র হোল্ডারের মত করে কেটে নিয়ে ছিলেন। যেটি ক্যানটার উপরাংশকে ঢেকে রেখেছিল। আলোর ফলে স্টিকারটি দেখা যাচ্ছিল না। তাই দর্শকরা মনে করেছিল যে, ক্যানটি খালি ছিল এবং স্ট্র হোল্ডারটি নেই।

এবার তৃতীয় অংশে আসা যাক। আপনি যখন ক্যানটি ঝাঁকাচ্ছিলেন তখন আপনার ডান হাতটি নাড়াচ্ছিলেন। আপনি আবারও সেটি ঝাঁকালেন এবং এই ঝাঁকানোর ফলে কার্বন-ডাই অক্সাইড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিল। ক্যানটি থেকে সোঁ সোঁ শব্দ বের হচ্ছিল। কয়েকবার ঝাঁকানোর ফলে কার্বন-ডাই অক্সাইড ও বেড়ে যায়। অধিকতর চাপের ফলে ভিতরে গ্যাসটি চারদিকে ছড়িয়ে যায়। চাপের ফলে ক্যানটি আগের আকার ধারণ করতে থাকে। আপনি যে প্রথমে হালকা করে ক্যানটি ভাঁজ করেছিলেন সেটি ঠিক হয়ে গেল। ক্যানটির ভিতরে চাপের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। আমরা তাহলে চর্তুথ ধাপে আসি। যাদুগর অবাক হয়ে গেল এবং একটি শব্দও তার মুখ হতে বের হচ্ছিল না। নাফিস ও খুবই অবাক হয়ে গেল। সে মনে মনে বলল -তুমি কি ভাবে এসব জানলে ? যুক্তিযুক্ত ভাবে এটি অবশ্যই ঠিক।

-এখন চতুর্থ ধাপটি খুবই সোজা। যখন আপনি বলছিলেন যে, ক্যানটি পূর্ণ করতে চলেছেন তখন আপনার ডান হাতটি ক্যানটার উপর নাড়ছিলেন। দর্শকরা তখন চুপচাপ সব দেখছিল। আপনি যখন কালো স্টিকারটি উঠিয়ে ফেলেন তখন দর্শকরা আপনার হাতের দিকে লক্ষ্য করেনি এবং ঐ মূহুর্তে আপনি ক্যানটিকে ঝাঁকুনি দিয়ে স্ট্র হোল্ডার খুললেন এবং ক্যানের উপর থেকে কোক বেরিয়ে আসে। তখনই রহস্যের সমাধান হয়। এভাবেই ছেলেটি সহসীকতার সাথে তার কথা গুলো শেষ করলল। নাফিস হাত তালি দিয়ে বলল চমৎকার ভাই।

যাদুগর বিস্মিত ও হতবাক হয়েছিল। সে এক দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। যাদুগর বলল -অসাধারণ ! এমন করো সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আর এমন ব্যাখ্যা কেউই আমাকে দিতে পারেনি। যাদুগর তার মাথা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

- তোমার নাম কি ভাই?

অদ্ভুত ছেলেটি উত্তর দিল

-আমি জাভেদ, নকিব জাভেদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলোর ধাঁধা

সব কিছুই খুব দ্রুত ঘটছিল। হঠাৎ জাভেদ, নাফিস ও যাদুগরকে পিছনে ফেলে হাঁটা শুরু করল। নাফিস মুখ চেপে হেসে জাভেদকে ধরে ফেলল। নাফিসকে মুখ চেপে হাসতে দেখে জাভেদ তাকে বলল -তুমি কেন এটি করছো? নাফিস মৃদু হেসে তাকে জানালো - ভাই তুমি দারুন কিছু করে ফেলেছো। তুমি কি তার চেহারা দেখেছো?

-হ্যাঁ,দেখেছি, কিন্তু তোমার তো দুঃখ পাওয়ার কথা যেহেতু তুমি বাজি হেরে গেছো। জাভেদ হাসতে হাসতে বলল।

-হু, আসলে আমি দুঃখ পেয়েছি। তখনও নাফিসের মুখে হাসির আভা।

-আমি তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। জাভেদ বলল।

-সত্যিই আমি বাজিতে হেরে গেছি। তবে যাদুগর যেভাবে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিল এটি ছিল সবচেয়ে হাস্যকর একটি অংশ। তোমার ব্যাখ্যা পাওয়ার পর যাদুগর লজ্জা পেয়ে গেলেন। নাফিস হাসি বন্ধ করে বলতে লাগল। তুমি কি ভিন্ন গ্রহের মানুষ না-কি অন্য কিছু ভাই! তবে সত্যি করেই বলছি, তুমি তোমার নিজস্ব দক্ষতায় কখনও বিস্মিত হও না?

-এই দক্ষতা কিছুই না... আমি এতে অভ্যস্ত। তুমি নিজেও এটি অর্জন করতে পারো। তবে তোমাকে মাথা খাঁটাতে হবে এবং বিষয় গুলো ভালোমত দেখতে হবে। যাদুগর একজন চমৎকার ব্যক্তি ছিলেন। আমি যত দূর জানি সে ব্যক্তিটি আমাকে বকা দিতে পারত। জাভেদ বলল, কারণ যাদুর কৌশল জন সাধারনের কাছে ব্যক্ত করা একজন যাদুগরের কাছে বিব্রতকর।

নাফিসের ক্লান্তিভাব দুর হয়ে গেল। নাফিসের জন্য এটি সবচেয়ে বড় বিনোদনের দিন ছিল। তারা কলেজ পার হয়ে হাটখোলা বাজারের দিকে এগিয়ে চলল। নাফিস জাভেদের দিকে তাকালো। জাভেদ কিছুটা বিরক্ত ছিল। নাফিস বলল, জাভেদ তুমি কি ঠিক আছো? তোমার মাথায় কি নতুন কিছু ঘুরছে?

-আমি গুত্বহীন একটি বিষয় ভাবছি। কিন্তু ব্যাপাটি মজাদার। এটি যাদুগরের বিষয়ে। আমি যাদুগরের ডান হাতে একটি আঁচড় দেখলাম। সেটি নিয়ে আমি একটু চিন্তিত। তুমিও কি জিনিষটা লক্ষ্য করেছো?

-তুমি আঁচড়টি সম্পর্কে এমন কি মজাদার বিষয় খুঁজে পেলে? জাভেদ বলল, এই আঁচড়টি অনেক রহস্য বহন করছে। নাফিস জাভেদের বাদামী চোখের দিকে তাকালো। সে এক অবাক চাহনি দেখতে পেল। জাভেদ কিছুক্ষনের জন্য দাঁড়িয়ে রইল এবং বলতে লাগল, -এটি সম্ভবত কোন প্রাণী বা মানুষের আঁচড়। যদি এটি একটি ধারালো বস্তুর হতো তবে আঁাচড়টা অন্য রকম দেখাতো।

-সম্ভাবত যখন তিনি তার ভাই বোন বা বন্ধু বান্ধরেব সাথে খেলছিলেন তখন আঁচড়টি পেয়েছিলন অথবা এটি কোন পাখি বা কুকুরের ও হতে পারে কি?

-হতেই পারে। জাভেদ বলল।

-ওহ! দেখো আমি বাসায় পৌছে গেছি। নাফিস তার দালানটি দেখালো। তিন তলা বিশিষ্ট দালানটি সাদা ও হলুদ রংয়ের এবং থাইয়ের রং নীল হওয়ায় মনে হচ্ছিল যেন এটি সৌর প্যানেল।

- চমৎকার! তুমি খুবই বিলাস বহুল বাড়ীতে থাকো। জাভেদ হেসে বলল।

-অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই, তুমি আমার বাসার ভিতরে আসবে ও আমার পরিবারের সাথে পরিচিত হতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে।

-নাহ! আজকে নয়, অন্য কোন দিন। জাভেদ বলল ঠিক আছে পরে দেখা হবে। নাফিস বলল, নিজের প্রতি খেয়াল রেখো। সে নাফিসকে বিদায় জানালো। নাফিস বাসার দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। সে প্রথম দিনে জাভেদের সাথে কলেজে ঘটে যাওয়া সকল মজাদার বিষয় গুলো মনে করছিল। কথা গুলো মনে করার সাথে সাথে তার মন আনন্দে ভরে উঠলো। নাফিস মনে করতে থাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদে যেন বিচ্ছিন্ন না হয় ও কথা গুলো চিরকাল মনে থাকে। জাভেদের সাথে মেশার আগে সে কখনোই এত আনন্দ পায়নি। সে এখন ও ঘটনা গুলো বিশ্বাস করতে পারছে না। একজন ছেলে যে তার সাথে বসেছিল কিভাবে সে অসম্পূর্ণ ইংরেজী অক্ষর দেখেই তার নাম বলতে পারে? সে একজন লোকের সামন্য একটু নমুনা দেখেই বলে দিতে পারে। তার পোষা প্রাণীটি কি? অল্প দেখেই এবং একজন ব্যক্তির কাজ পর্যবেক্ষন করেই সে সেই ব্যক্তির অনেক কিছুই বলতে পারে। নাফিস বিশ্বাস করতে পারে না যে,তার সাথে একজন অসাধারণ ব্যক্তির পরিচয় হয়েছে। এমন ব্যক্তিত্বের মানুষকে সে কেবল সিনেমা ও বইয়ের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে।

***

সকাল নয় টায় ক্লাস শুরু হয় ও দুপুর বারটায় তার ক্লাস শেষ হয়। আরও কয়েকটি ক্লাস বাকি ছিল। মোটেও সময় কাটছিল না। মনে হচ্ছিল ধীর গতিতে সময় চলছে। তারা একঘেঁয়ে হয়ে পড়ছিল। অবশেষে দুপুরের খাবার বিরতি পেলো। ছাত্ররা হাতির মত চিৎকার করে ক্যান্টিনের দিকে এগিয়ে চলল। জাভেদ চুপচাপ ছিল। ক্লাস শুরু হওয়ার পর থেকেই জাভেদ শান্ত ছিল।

জাভেদ দুপুরের খাবর খেতে তার বন্ধু নাফিসের পাশে বসলো। নাফিস বিস্মিত ছিল। নাফিস ভাবছিল তার রহস্যময়ী বন্ধুর কি হলো? নাফিস তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিল। যেহেতু প্রথম ক্লাস শুরু হওয়ার পর থেকে একে অপরের সাথে কোন কথা হয়নি। নাফিস বলার চেষ্টা করলেও সে কোন উত্তর দেয়নি। সে স্যান্ডউইচ খাচ্ছিল। হঠাৎ করে পিছন থেকে এসে একজন জাভেদের পাশে বসায় সে চমকে উঠল। ছেলেটি কালো জ্যাকেট পরেছিল। তার মুখোমন্ডল হুডি জ্যাকেট দ্বারা ঢাকা ছিল। সে কালো প্যান্ট পরে ছিল। নাফিস নিচু হয়ে তার চেহারা দেখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার চেহারা দেখতে পাচ্ছিল না। তারপরে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল সে তাকে চিনে কি-না। কিন্তু ছেলেটির মুখ থেকে একটি শব্দও বের হলো না।

-তুমি কি যাদুগর? জাভেদ শান্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল। তুমি গতকাল যাদু দেখাচ্ছিলে? সে আগ্রহী কণ্ঠে জানালো, -হাঁ তুমি সঠিক। আমিই যাদুগর তড়িৎ গতিতে সে মাথার কাপড় ফেলে দিল। হঠাৎ করে নাফিস হতবাক হয়ে গেল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো সে কেমন আছে। যাদুগর বলল, সে ভালো আছে। তোমরা কি দুপুরের খাবার খাচ্ছো? নাফিস ও জাভেদ উভয় জানালো তারা দুপুরের খাবার খাচ্ছে।

-যাই হোক, যদি তোমাদের বিরক্ত করে থাকি তবে আমি দুঃখিত। অন্যান্য টেবিল গুলো অন্যরা নিয়ে নিয়েছে। আমার একটি টেবিলের দরকার ছিল। তারপর আমি তোমাদের দেখতে পেলাম। যাদুগর জিজ্ঞাসা করল, যদি আমি তোমাদের সাথে খাবার খাই, তোমাদের কি কোন সমস্যা হবে? নাফিস হেসে বলল, অবশ্যই না,খেতে পারেন। যাদুগর ভালোমত বসলো ও পাস্তা গ্রহন করতে শুরু করল। নাফিস তাকে জিজ্ঞাসা করল, ভাই তুমি কোথা থেকে যাদু শিখেছো?

-আসলে কেউ আমাকে যাদু শিখাইনি। আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হিসেবে কেমিস্ট্রি থেকে এই বিষয়ে ধারনা নিয়েছি। আমি দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্র। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছু জিনিষ লক্ষ্য করে আমি আগ্রহী হয়ে উঠি। যাদুগর জবাব দিলো। আমি আশা করেছিলাম এর ফলে অ্যাড্রেনালিন এর উৎপাদন বেশী হবে।

-চমৎকার! তুমি তাহলে আমাদের চেয়ে বড়। নাফিস তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল। তুমি বড় এবং অনেক শান্ত। তুমি নেতা, তুমি আশপাশ থেকে অনেক সম্মান পাও। আরও কত কি! যাদুগর বলল, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হলে আরও বেশী বিড়াম্বনা! দ্বিতীয় বর্ষ অনেক বিরক্তিকর, আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের দু'টো জিনিষ বলবো। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা অনেক চাপে থাকে। এটি আমার জন্য বিরক্তিকর। পারমানবিক শক্তির পড়াশুনা আমার মস্তিকের পরমানুর বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারমানবিক চাপ তৈরী করে। এটি অনেকটা জাপানের রাষ্ট্রপতি হওয়ার মত। তুমি একটা বিরতি নিলেই হিরোসিমা নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোড়ন হবে! তারপরে আরেকটু বিরতি নিলে, আমেরিকা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিবে। তোমরা কি বুঝতে পারছো, আমি কি বলতে চাইছি? নাফিস বলল হ্যাঁ... ঠিক। নাফিস জাভেদের দিকে তাকিয়ে দেখল জাভেদ তার হাসি ধরে রাখতে পারছে না। যাদুগর জিজ্ঞাসা করল, তুমি কিভাবে আমার যাদু বিদ্যার কৌশল বের করেছো...তুমি জাভেদ না?

-হ্যাঁ, তুমি আমার নাম ঠিক মনে রেখেছো।

-ওহ! আমার শিষ্টাচার কোথায়। আমি তো এখনও নিজের পরিচয় দেইনি। আমি তানজিব সাফিউল উমাম আলিফ।

-ঠিক বলেছো,আমরা একে অপরের সাথে ভালোমত পরিচিত হয়নি। আমি নাইমুর রাশিদ নাফিস ও আমার ডান দিকে নকিব জাভেদ। অবশ্যই আমরা গত কাল পরিচিত হয়েছি। নাফিস হেসে বলল আমাদের মধ্যে ভালো সর্ম্পক তৈরী হয়েছে।

-তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমার খুব ভালো লাগলো। যদি কোন উপকারে প্রয়োজন হয় তবে অবশ্যই আমাকে জানাবে। আলিফ হেসে বলতে লাগল। তো জনাব জাভেদ আমার মুখঢাকা অবস্থায় কিভাবে আমাকে চিনতে পারলে? জাভেদ বলল, আমি

কিছু একটা দেখেছিলাম যা অস্পষ্ট ছিল। এটি আপনার জ্যাকেটের ডান হাতের নীচে আর আমি এটি এক নজরই দেখতে পেয়েছি।

আলিফ জিজ্ঞাসা করলো-এটি কি ছিল? জাভেদ বলল -তোমার ডান হাতের নীচে আঁচড় ছিল।
- গত কাল তুমি আমার হাতের আঁচড় দেখতে পেয়েছো ঠিক?
-হ্যাঁ। জাভেদ উত্তর দিল।
হু...আলিফ আমি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি? নাফিস জিজ্ঞাসা করল। যদি তুমি কিছু মনে না করো। আলিফ বলল -অবশ্যই। নাফিস উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল- কিভাবে আঁচড়টি লাগলো? আলিফ তেতলিয়ে বলল-আমাকে এটি আর স্মরণ করিও না।
-তুমি কি আমাদের কাছ থেকে কিছু গোপন করছো? অবাক হয়ে জাভেদ তার দিকে তাকিয়ে রইল। আলিফ জাভেদকে তার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠল। আলিফ দেখল তার হালকা বাদামী বর্ণের চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করছে। আলিফ ঘাবড়ে জবাব দিল। -না আমি কেন করবো? নাফিস বলল -তুমি চাইলে বিষয়টি আমাদের সাথে ভাগাভাগি করতে পারো। জাভেদ কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল।
-আমি মনে করি বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাই নয় কি? আলিফ কোন উত্তর দিল না। সেখানে এক আজাব নীরবতার সৃষ্টি হল। নাফিস এবং জাভেদ দু'জনেই আলিফের দিকে গম্ভীরভাবে তাকাল। নীরবতা দেখে আলিফ কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। ঠিক আছে আমি তোমাকে বলছি...অবশেষে আলিফ কথাটি উত্থাপন করে নীরবতা ভঙ্গ করল। তবে দয়া করে এটি কাউকে বলবে না। এই বিষয়টি ভাগাভাগি করা উচিত নয়। তবে যেহেতু আমি তোমাদের বিশ্বাস করি সেহেতু আমি বিষয়টি তোমাদের বলছি। নাফিস আনন্দের সাথে বলল- হ্যাঁ, তুমি এগিয়ে চলো। জাভেদ চোখ বন্ধ করে আলিফের বর্ণনাটি শুনতে লাগল।
-এটি কয়েক মাস আগেই ঘটেছে। আলিফ শুরু করল। ওয়ারীর র‍্যাংকিং স্ট্রীটে আমার বাসার পাশে একটি পুরনো বাংলো রয়েছে। এটি পরিত্যাক্ত। এটি একটি দো'তলা বাংলো। সেটির পিছনে একটি উঠোন আছে এবং সামনে একটি ছোট উঠোন। আমি

শুনেছিলাম এটি অবৈধ জমি। তাই সরকারের কঠোর আদেশে এটি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আমি নিশ্চিত নই বিষয়টি সঠিক কি-না। সুতরাং আমার তথ্যের উপর নির্ভর করলে হবে না। সরকারী আদেশেই এসব হয়েছে...

জাভেদ জিজ্ঞাসা করলো। কত দিন ধরে বাংলোটি বন্ধ রয়েছে। জাভেদের চোখ তখনও বন্ধ।

হুম, সম্ভবত চল্লিশ বছর!

-আচ্ছা, চল্লিশ বছর আগে সেখানে কি কেউ বাস করতো?

-সম্ভবত অনেক বছর আগে সেখানে কেউ বাস করতো।

-দয়া করে বলতে থাকো। জাভেদ কথা শেষ করল।

-বাংলোটি আমাদের বারান্দা, রান্নাঘর ও শোবার ঘর থেকে দেখা যায়। একমাস আগে, শনি বারের মধ্য রাতে, আমি মনে করতে পারছি না, সম্ভবত এটি পহেলা অক্টোবর ছিল। তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। আমি গরম আবহাওয়ার কারণে ঘুমাতে পারিনি। তাই আমি আমার ঘরের চারদিক পায়চারী করছিলাম। হঠাৎ করে আমার চোখে কিছু ধরা পড়ল। আমার শয়নকক্ষের পর্দা দিয়ে হালকা আলো দেখা যাচ্ছে। পর্দাটি আলোকিত দেখাচ্ছিল। আমি চিন্তা করছিলাম আমার সেটি দেখা উচিত। যেহেতু আমি ঘুমাতে পারছিলাম না। আমার কিছু করার ও ছিল না। আমি যখন পর্দাটি উঠালাম তখন দেখতে পেলাম পরিত্যাক্ত বাংলোর দ্বিতীয় তলার বারান্দা ও জানালা থেকে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম যে কেউ সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়েছে। বারান্দা ও জানালা থেকে কয়েকজন লোকের ছায়া দেখা যাচ্ছিল। আমি কিছুটা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ এটি পরিত্যাক্ত বাংলো এবং কয়েক দশক ধরে এটি বন্ধ আছে। এখন কিভাবে সেখানে লোক ঢুকতে পারে? আমার মাথায় অনেক গুলো প্রশ্ন ঘুরতে লাগলো। আমি খুঁজতে লাগলাম লোকগুলো সেখানে কি করছে? তারা কি সরকারী কর্মকর্তা? যদি তাই হবে তারা মোমবাতির হালকা আলোয় কি করছে এবং মধ্যরাতে কেন? জাভেদ তার চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করলো।

-বাংলোয় কতজন লোক ছিল? সেখানে দু’জন লোক কিছু নিয়ে তর্ক করছিল। আলিফ বলল- আমি বুঝতে পারিনি তারা কি নিয়ে তর্ক করছিল। জাভেদ মনোযোগ দেবার জন্য

আবারও তার চোখ বন্ধ করল। আলিফ বলতে লাগল। এই ঘটনা কয়কবারই ঘটছিল। বিগত মাসটি ছিল ভয়াবহ। প্রতি শনিবার তারা তর্ক করত। কখনো কখনো শুক্রবারেও করত। প্রতি শনিবার সেই বাংলোয় কি ঘটে তা জানতে আমার আগ্রহ আরোও বেড়ে গেল। হঠাৎ করে, এক সপ্তাহের জন্য তারা সেখানে ছিল না। এখন মনে হচ্ছিল যেন তারা বিতর্ক থেকে বিরতি নিয়েছে। আলিফ হেসে বলতে লাগল। তবে আশ্চর্যজনক ভাবে সেটি পনের বা ষোল অক্টোবর হবে। আমি তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত নই। তারা সেদিন অনেক বেশি তর্ক করছিল। তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করছিল এবং তা চারদিক ছড়িয়ে পড়ছিল। হতে পারে তাদের মন খারাপ ছিল বা তাদের ভুল-ভ্রান্তি কিছু একটি হয়েছে। আমি আমার কৌতুহল ধরে রাখতে পারিনি। তাই শুক্রবার সন্ধ্যায় আমি বাংলোটির ভিতরে ঢুকে পড়ি। বাংলোটির মূল ফটকটি বন্ধ থাকার কারনে সেটি টপকাতে বাধ্য হই। সামনের উঠানটি শুকনো পাতায় ভরপুর ছিল। সেটি পেরিয়ে আমাকে চুপিচুপি দরজার কাছে যেতে হয়েছিল যাতে আমি ধরা না পড়ি বা বাংলোর বাইরে থেকে কেউ আমাকে দেখতে না পারে। আমি দরজার দিকে লক্ষ্য করে অবাক হলাম, দরজাটি তালাবদ্ধ ছিল না। আমি দরজাটি খুললাম এবং ভিতর ভাগ দেখে হতবাক হলাম। এটির ভিতর ভাগ আরও বড় দেখাচ্ছে। বাংলোটি বিশাল ছিল। আমার সামনে একটি বারান্দা। এটির শেষ প্রান্তে সিঁড়ি ছিল।

কী ঘটছে তা জানতে আমাকে দ্বিতীয় তলায় যেতে হবে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে আমি ভিতরে গেলাম। ভিতরের সৌন্দর্য পেরিয়ে আমি দ্বিতীয় তলায় পৌছালাম। সেখানে আন্ধকার ছিল, আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি আমার টর্চ লাইটটি জ্বালাতেই বুঝতে পারলাম আমি অন্য বারান্দায় এসে পড়েছি। কিছু বুঝে উঠার আগেই কেউ আমাকে পিছন থেকে ধরে ফেলল। আমি তার থেকে ছাড়া পেতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু পারচ্ছিলাম না, কারণ আমি অপ্রস্তুত ছিলাম ও আমার টর্চ লাইটটি পড়ে গিয়েছিল। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আলিফ যখন তার গল্পটি বলছিল তখন নাফিসের উত্তেজনা ও আগ্রহ বেড়েই চলেছিল, জাভেদ একটি শব্দও উচ্চারণ করলো না। তার চোখ তখনও বন্ধ ছিল, সে এমন ভাবে চোখ বন্ধ করেছিল মনে হচ্ছিল সে ঘুমচ্ছিল।

ভয়ে আমি আতংঙ্কিত হয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করি। সে আমাকে শক্ত করে ধরে ছিল। আমি তাকে লাথি মেরে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি সফল হয়নি। তবে আমার বেশীর ভাগ লাথি কোন কাজে আসেনি। তার পরেও আমি তাকে বার বার লাথি মারার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। তবে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং সে আমাকে আরও শক্ত করে ধরে ছিল, কোন ভাবেই আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না। ক্রমশ আমি দূর্বল বোধ করছিলাম। লোকটি আমাকে টেটে হেঁচড়ে একটি ঘরে ঢুকানোর চেষ্টা করছিল। তবে তিনি ব্যর্থ হন, আর তখনই দৈবক্রমে তার পা পিছলে গেল এবং আমি নিজেকে মুক্ত করে দৌড়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখনই সে আমাকে আঁকড়ে ধরে। সাথে সাথে আমার ত্বকের এই অংশটিতে আঙ্গুলের নখ দিয়ে আঁচড় লাগে। আঁচড়ের আঘাতটি জোরে ছিল। তারপরও আমি কোনক্রমে দৌড়ে আমার বাড়ী পর্যন্ত পৌছে গেলাম। আলিফ তার মুখে আতঙ্ক ভাব দিয়ে গল্পটি শেষ করে। জাভেদ তার চোখ খুলে, দু'হাত দিয়ে মুখ ঘোঁষতে শুরু করল এবং সে বলল সত্যি এটি তোমার জন্য ভয়ঙ্কর একটি অভিজ্ঞতা, তাই নয় কি?

-হ্যাঁ,অব্যশই। তবে মনে রেখো কাউকে এই কথাটি বলা যাবে না, ঠিক আছে? আলিফ দীর্ঘনিঃশ্ব ফেলল। নাফিস ও জাভেদ সমস্বরে বলল, -অবশ্যই ভাই। হঠাৎ করে ঘন্টা বেজে উঠলো। নাফিস ও আলিফ তাদের ক্লাসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্ত জাভেদ তখনও বসে আছে। ঘন্টা বাজলেও তার কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে আর এই পৃথিবীতে নেই। নাফিস বলল, -আরে জাভেদ, আমাদের এবার ক্লাসে যেতে হবে। চলো যাওয়া যাক। কয়েক সেকেন্ড পরে সে নাফিসের দিকে তাকিয়ে বলল, -ওহ! চলো তাহলে যাই। তারা সবাই নিজ নিজ ক্লাসে গিয়েছিল। ক্লাস শেষ হওয়ার পরে জাভেদ আলিফের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। নাফিস আলিফের হদিস জানত না, তাই জাভেদ অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করার আগেই সে বিষয়টি বুঝতে পারছিল। প্রত্যেকেই ইতিমধ্যে বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে। তাই তারা দু'জনেই ভেবেছিল যে, আলিফও বাসায় চলে গেছে। তাই জাভেদ ও নাফিস দু'জনেই বাড়ী চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

নাফিসের বাড়ীর কাছাকাছি আসার সাথে সাথে নাফিস হাসির শব্দ শুনতে পেল। নাফিস হাসির শব্দের উৎস খুঁজতে লাগলো। নাফিস অবাক হল ও আস্তে আস্তে বুঝতে পারলো যে, জাভেদই তখন হাসছিল। নাফিস তাকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলো।

-আমার হাসির কারণ আছে, জাভেদ জানালো। তবে এখনই এটি তোমাকে বলবো না।

-শীতকালীন ছুটি পেয়েছি বা এমন কিছুর জন্য কি তুমি হাসছো?

-না, আমি খুব খুশি যে আমাদের শীতের ছুটি আজ থেকে শুরু হয়ে গেছে তবে শীঘ্রই তুমি আসল কারণটি জানতে পারবে...ওহ! আমাকে এর উত্তর দাও তো, জাভেদ জিজ্ঞাসা করছিল, তোমার বাবা মা যদি মানতে পারে যে, তুমি রাত দশটার দিকে বাড়ীর বাইরে যাবে তবে তারা কি রাগ করবেন?

-ঠিক আছে, যদি সে তার বন্ধুর সাথে কিছু সময় কাটানোর জন্য বাইরে থাকে তবে তারা রাগ করবে না। জাভেদ বলল, -ভাল। তবে তুমি যদি উত্তরটি জানতে চাও তাহলে আজ রাত দশটার দিকে তোমার বাড়ীর সামনে আমার জন্য অপেক্ষ করো। নাফিস বিভ্রান্তির সুরে জবাব দিলো, -ঠিক আছে। তারা একি অপরের সাথে কথা বলতে বলতে নাফিসের বাড়ীতে পৌছাল। দু'জনে নিজ নিজ ঘরে যাওয়ার পথে আলাদা হয়ে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

***

শীতের রাত। কান পাতলেই বাতাসে শীতল হাওয়ার কান্না। কুয়াশার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেছে সারা শহর। নাফিস গরম কাপড়ে নিজেকে মুড়ে বাসা থেকে বেরিয়েছিল এবং তার মাকে আজ রাতের পরিকল্পনার কথা জানানোর পরে নয়টা পঞ্চান্নতে সে তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিল। যদিও নাফিস তার নিজের মত গরম পোশাক পরেছিল তবুও সে দক্ষতার সাথে ঠান্ডা প্রতিরোধ করতে পারেনি। নাফিস জাভেদের আসার অপেক্ষা করছিল এবং সময়ের দিকে নজর রাখছিল। কেন সে এই সময়ে দেখা করতে যাবে? নাফিস ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ দূর থেকে সে কাউকে হাটতে দেখলো। ল্যাম্পপোষ্টের আলো সেই ব্যক্তির মুখে পড়ার সাথে সাথে নাফিস বুঝতে পারল সে জাভেদ ছাড়া আর কেউ নয়। জাভেদ নাফিসের বাড়ীর সামনে কালো প্যান্ট, সুয়েটার এবং কোমরে ফ্যানি প্যাক বেঁধে হাজির হল। তার বাদামী কোঁড়ানো চুল গুলি আগের মতই উশকো ফুশকো ছিল। তীব্র বাতাস তাকে আরও অস্তির করে তুলেছিল। জাভেদ তার অপেক্ষায় থাকা বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল। সে কেমন আছে? নাফিস যথোপযুক্ত জবাব

দিল। তারপরে জাভেদ তার পিছনের ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে নিল। নাফিস জাভেদের টর্চের দিকে ইশারা করে বলল, -আমরা এটি দিয়ে কি করবো?

-তুমি জিজ্ঞাসা করে ছিলে আমি কেন হাসছিলাম। নাফিস উত্তর দিল, -হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করে ছিলাম। নাফিস মনে মনে আশা করছিল উত্তরটি খুব অদ্ভুত হবে। জাভেদ উত্তরে নাফিসের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল সে বলছিল, - আমরা ওয়ারী যাচ্ছি, সেই বাংলোটির তদন্ত করতে।

-ওরে ভাই! তুমি কি জানো আমাকে ফিরে যেতে হবে এবং স্ক্রু ড্রাইভারটি আনতে হবে কারণ আমার মনে হয় তোমার মাথার একটি স্ক্রু আলগা হয়ে গেছে! হতবাক হয়ে নাফিস বলল তুমি কি উম্মাদ? আলিফের সাথে কি হয়েছে মনে নেই? যদি আমাদের সাথে একই ঘটনা ঘটে তবে কি হবে? জাভেদ বিনীত ভাবে তাকে বলল

-বন্ধু তুমি শক্ত হও, আমাদের কিছুই হবে না।

-তুমি সেটা কিভাবে জানো? আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমাদের কাছে কিছুই নেই এবং তুমি সেই পরিতাক্ত বাংলোয় যেতে চাচ্ছো? নিশ্চয়ই সেই বাংলোতে কিছু খারাপ লোক আছে। তুমি বুঝতে পারছো? নাফিস প্রবল ভাবে নিশ্বাঃস ফেলল। জাভেদ বলল, -ঠিক আছে, তুমি বাসায় থাকো। আমি একাই বাংলোতে যাবো। সে হাঁটা শুরু করল। নাফিস চিন্তা করল আলিফকে আক্রমন করেছে যদি সে জাভেদকে আক্রমন করে ও হত্যা করে তখন কি হবে। আমি চাই না আমার একমাত্র বন্ধু মারা যাক। নাফিস চিৎকার করে বলল, -জাভেদ, অপেক্ষা করো ভাই। জাভেদ থেমে গেল, কিন্তু সে নাফিসের দিকে ঘুরল না।

-আমি তোমার সাথে যাবো, আমার জন্য অপেক্ষা করো।

তাহলে চলো, আমাদের যাত্রা শুরু করা যাক। জাভেদ নাফিসের দিকে ফিরে তাকাল এবং একটি বোকা সুলভ হাসি দিল। নাফিস তার দিকে দৌড়ে গিয়ে তার সাথে চলতে শুরু করল। নিশুতি শীতের রাত! হাট খোলার মূল রাস্তায় কয়েক জন লোক হাঁটছিল। ল্যাম্পটোষ্ট গুলো রাস্তা আলোকিত করছিল। খুব শীতল পরিবেশ থাকায় ছেলেরা সামনের রাস্তা আর দেখতে পেলো না, কারণ এটি কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। জাভেদ জিজ্ঞাসা করল, -নাফিস তুমি কি ওয়ারীর র‍্যাংকিং স্ট্রীট এর দিকনির্দেশনা জানো? নাফিস বলল, -অবশ্য, আমাকে অনুসরণ করো। জায়গাটি খুব বেশী দূরে নয়। জাভেদ নাফিসকে অনুসরণ করছিল। হঠাৎ নাফিস একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে কোন ল্যাম্পপোষ্ট ছিল না। জাভেদ জিজ্ঞাসা করল। -আমরা এখনও সেখানে পৌঁছেছি?

নাফিস জবাব দিল, -আমরা প্রায় কাছাকাছি। তারা দু'জনেই রাতের ভয়াবহ নিরাবতা অনুভব করে চলতে লাগল। জাভেদ জানতে চাইল, -এই জায়গাটি খুব আলাদা! তুমি কি জানো র‍্যাংকিং স্ট্রীট কোথায়?

-হ্যাঁ, আমি জানি, আমাকে অনুসরণ করতে থাকো। তারা অন্য রাস্তায় ফিরে গেল। নাফিস একটি গলিতে প্রবেশ করে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল, -হ্যাঁ অবশেষে আমরা এখানে। জাভেদ ও নাফিস দু'জনেই এখন এমন একটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যার চারপাশ জুড়ে উঁচু উঁচু দালান এবং দূরে কোন ভবনে ক্ষীন আলো জ্বলছিল। কোথাও কেউ নেই। কান পাতলে শুনা যায় কোন নিশাচর প্রাণীর করুণসুরের আর্ত্মনাদ। তারা নিজেরাই রাস্তায় হাঁটছিল। হঠাৎ জাভেদ পুরাতন একটি বাংলো দেখল। দূর থেকে এটি প্রায় হলুদ বর্ণের দূর্গের মত লাগছিল। যেটার বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। রাতে বাংলোটিকে ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল জাভেদ এটি অস্বীকার করতে পারল না। কোন রকম সন্দহে ছাড়া জাভেদ বুঝে গেল আলিফ এই বাংলো সম্পর্কে বলেছিল।

জাভেদ নাফিসকে তার পাশে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং তাকে ডাকা শুরু করল। জাভেদ আশেপাশে তাকাল। নাফিস ল্যাম্প পোস্টের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। সে খুবই ভয় পাচ্ছিল।

-বন্ধু শান্ত হও এবং এখানে আসো। নাফিস তার দিকে ফেকাশে চেহারায় তাকাল।

-নাফিস আামি মনে করি আমরা যা অনুসন্ধান করছি তা খুজে পেয়েছি, এসো দেখো। জাভেদ গম্ভীর সুরে বলল।

-হ্যাঁ এটি সেই দালান। নাফিস কাঁপান কণ্ঠে বলল। তারা বিশাল স্টীলের দরজার দিকে চলল। তারা দেখতে পেল পাশের দালানের সামনে দু'টি গাড়ী পার্ক করা। দেখে অনুমান যায় গাড়ী দু'টির মালিক ঐ দালানেরই কেউ হবে। বাংলোর গেইট তালা বদ্ধ না থাকায় তারা খুব অবাক হল। গেইটের তালাটি মাঠিতে পড়ে ছিল। কিন্তু কেন তা বদ্ধ ছিল না? নাফিস অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

-হয়তো কেউ ভিতরে আছে। জাভেদ গম্ভীর ভাবে জবাব দিল।

-ঠিক আছে আমরা এবার ভিতরে যাবো। ভিতরে গেলে আমরা জানতে পারবো। চলো যাওয়া যাক। নাফিস সাহসীকতার সাথে বলল। সামনের উঠোনটি শুকনো পাতা দিয়ে আবৃত ছিল। যার বেশিভাগই মরা পাতা। চাঁদের আলো মেঘে ঢাকা। তাই পথ যাত্রা চালিয়ে যেতে তাদের টর্চ লাইট ব্যবহার করতে হল। বাংলোটিতে বড় বাজেটের ভৌতিক বাড়ীর সিনেমার মত লাগছিল। তারা সম্ভুকগতিতে বাংলোটির দিকে এগিয়ে চলল। প্রধান দরজাটিও খোলা থাকতে দেখে জাভেদ ফিসফিস করে বলতে লাগল,

-আমার অনুমান ঠিক ছিল। আমাকে চুপচাপ অনুসরণ করো। নাফিসকে জাভেদ ফিস ফিস করে বলল, - চোখ কান খোলা রেখো।

-স্যার, হ্যাঁ স্যার। নাফিস জোরে জবাব দিলো।

-চিৎকার করো না! বোকা! জাভেদ রাগত হয়ে বলল।

-দুঃখিত, দুঃখিত। নাফিস ফিসফিস করে বলল। তারা বাংলোয় প্রবেশ করেছিল এবং জোরে শোরগোল না করার চেষ্টা করছিল।

-কি দারুন! এতো দিন ধরে এটি আমার দেখা সেরা ও সবচেয়ে সন্দুর বাংলোর মধ্যে একটি। নাফিস জাভেদকে চুপ করে বলল।

-এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। দরজার ঠিক সামনে একটি দীর্ঘ বারান্দা পড়ে আছে। বারান্দার প্রবেশদ্বরের ঠিক পাশেই ছিল একটি দরজা। ঘরে কেউ থাকার আশায় জাভেদ ও নাফিস দরজাটি সর্তকতার সাথে খুলল। কিন্তু ঘরটিতে খালি গোসল খানা দেখা গেল। তারা পরবর্তীতে কয়েকটি দরজা ও একটি ডাইনিং রুম একটি রান্না ঘর এবং অন্য একটি গোসল খানা যার বিপরীতে একটি ছোট ঘর ছিল। সেটি স্টোরেজ রুমের মত মনে হচ্ছিল। দু'জনেই নীচ তলার সমস্ত কক্ষ গুলি অনুসন্ধান করল বারান্দার শেষ প্রান্তে উপরে উঠার সিঁড়ি দেখতে পেল। তারা সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে আরও অনেক গুলো কক্ষ এবং আরেকটি বারান্দা দেখতে পেল।

-সম্ভাবত এটিই সেই জায়গা, যেখানে আলিফকে আক্রমন করা হয়েছিল। নাফিস জাভেদকে চুপ করে বলল।

-অবিকল, তাই সাবধানে থাকো। যে কোন কিছু ঘটতে পারে। আমি প্রথম কক্ষ দেখছি। তুমি অন্যটিতে যাও।

-দেখো আমরা একটি পরিত্যাক্ত বাংলোয় রয়েছি। যার ভিতরে খুব অন্ধকার এবং আমরা জানি যে এই বাংলোটির ভিতরে কিছু ভয়ঙ্কর লোক রয়েছে। সুতরাং তুমি কি একবার ভেবে দেখবে আলাদা হওয়ার পরিবর্তে আমাদের এক সাথে থাকা উচিত কি-না। নাফিস প্রস্তাব দিল।

-তুমি কি ভয় পাচ্ছো নাফিস? জাভেদ তাকে জিজ্ঞাসা করল।

-আসলে জাভেদ আমি ঠিক আছি। আমরা যদি একসাথে থাকি তবে আমরা একে অপরকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবো। যদি আমাদের উপর কোন বিপদ আসে আর এক সাথে না থাকি তবে সম্ভবত আমরা বিপদে পড়ে যাব। একে অপরকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবো না। তুমি জানো সিনেমা গুলোতে দেখা যায় যে, দল গুলো আলাদা হয়ে যায় এবং তারা বিপদে পড়ে। নাফিস জানাল, - ঠিক আছে আমরা তাহলে এটাই

করবো। জাভেদ বলল। জাভেদ ও নাফিস দু'জনেই সমস্ত কক্ষ পরীক্ষা করে দেখল সেখানে কেবল একটি ঘর খোলা রয়েছে এবং যার বারান্দাটিও খোলা। কেন তারা কক্ষের দরজা খোলা রাখবে ও কেনইবা বারান্দা খোলা রাখবে? দেখে মনে হচ্ছে বাংলোতে আর কেউ নেই। নাফিস ভাবল।

জাভেদ তার টর্চটি মেঝেতে এমন রাখল কক্ষটি আলোকিত হয়ে গেল। যাতে করে সে পুরো ঘরটা একবারে দেখতে পেল। তারা প্রথমে যে জিনিসটি লক্ষ্য করল তা হল, সিগারেটের বক্স এবং সিগারেটের অংশ বিশেষ মেঝেতে পড়ে ছিল। জাভেদ পড়ে থাকা একটি সিগারেটের বক্স তুলল, সেটি খোলা ছিল, সেখানে কোন সিগারেট ছিল না এবং বক্সটির উপর ''কিউবান'' শব্দটি লেখা ছিল।
-আরে, আমি এই সিগারেটটি চিনি এটি একটি নতুন ব্যান্ড। বলল নাফিস তুমি কিভাবে জানো? জাভেদ ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল।
-কিছুদিন আগে আমি দেখলাম আমার মামা ধূমপান করছিল। আমি প্যাকেটটি দেখেছি এবং নামটা কিছুটা মজাদার কারণ এটি একটি ''কিউব'' এবং একটি ''বান'' রুটির কথা মনে করিয়ে দেয়। হাসি দিয়ে নাফিস উত্তর দিল। তাই আমি আমার মামাকে বলেছিলাম যে,এই সিগারেট ব্রান্ডের নামটি মজার হলেও মামা বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, -তুমি সিগারেটটির ব্যাপারে কিছুই জানো না। এটি নতুন ব্রান্ড এবং খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
-একটি নতুন ব্রান্ড এবং জনপ্রিয়... হু। জাভেদ দাঁত কামড়িয়ে বলল। জাভেদ তার থলে হতে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি নিয়ে টর্চের আলোয় মেঝেটি পরীক্ষা করতে শুরু করল। সে মেঝেতে অনেক গুলো জিনিস লক্ষ্য করল। সে ঘরের অন্য দিকে এগিয়ে গিয়ে এক হাঁটুতে মেঝেয় বসল। সে মেঝেটি আরও ভাল ভাবে পরীক্ষা করতে তার ম্যানিফাইং গ্লাসটি ব্যবহার করল। সে উলের একটি ছোট বল তুলল, যা খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। এটি লালচে ছিল। সে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করল সেটি হল চুল। তারপরে সে ঠিক জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। সে সাদা পাউডারের মত কিছু একটা দেখতে পেল। সেটি জানালার দেয়ালের নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।
-তা কি? নাফিস জিজ্ঞাসা করল।
-সত্যিই আমি জানিনা। জাভেদ নাফিসকে বলল। সে পদার্থটি শনাক্ত করতে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্য নিল। অবশেষে সে খুব অল্প পরিমানে পাউডার তার বৃদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা তুলল এবং সেটি শুকলো।

-আমাকে আর বলতে হবে না, এটি হলো মাদক। নাফিস মন খারাপ করে বলল।
-আমি তোমার কৌতুহল ভেঙ্গে দিচ্ছি। এটি মাদক নয়। জাভেদ তখন তার বৃদ্ধাআঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছিল।
- তুমি কি মাদক শনাক্ত করতে জানো? নাফিস ম্লান চেহারায় জিজ্ঞাসা করল।
-এই দুনিয়ার লোকেরা তোমাকে অবাক করে দেবে। নাফিস চুপ হয়ে গেল এবং জাভেদ তখনও আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জানালা থেকে দূরে চলে গেল এবং মেঝেতে ধুলো লক্ষ্য করল।
-এই তো! বলে জাভেদ আত্মচিৎকার করে উঠল।
-কী?
-দেখো, এই সিগারেট কোম্পানীটি নতুন এবং খুবই জনপ্রিয়। এই বাংলোটি বেশ প্রাচীন। যা চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে পরিত্যক্ত। আলিফের বক্তব্য অনুসারে এটি পরিত্যক্ত হওয়ার পরে কেউ এখানে বসবাস করেনি। সুতরাং কেউ যদি এখানে সিগারেটটের একটি নতুন ব্রান্ড ব্যবহার করে তবে তার অর্থ সম্প্রতি কিছু লোক এখানে এসেছে। নাফিস তার চোখের পলক ফেলে বলল, -ঠিক!
-তবে আরও বড় কথা কেউ এখানে দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমাচ্ছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে সে এখানে অনেক দিন ধরেই থাকছে।
-তুমি কিভাবে জানলে? নাফিস অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।
-উলের দিকে তাকাও, দেখ চুল, আমার তত্ত্বটি যদি সঠিক হয় তবে গুড়ো জিনিসগুলি খুঁশকি। তিনি অবশ্যই বারান্দার দরজার পাশে জানালার সামনে সেই কোণে ঘুমচ্ছিল। কোনায় ধুলো ছিল এবং আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তা দেখ। আমরা বারান্দার দরজার পাশে দাঁড়য়ে আছি। এখানে ধুলো ঘন স্তরে কালো দেখাচ্ছে। তবে কোনায় হালকা ধুলো দেখা যাচ্ছে। সে কম্বল নিয়ে ঘুমচ্ছিল। আরে না, দু'টো কম্বল ছিল। দু'টোই উল দিয়ে তৈরী। আমার মনে হয় এখন তুমি জানো যে উলের ছোট ছোট বলটি কোথা থেকে এসেছে। একটি কম্বল ছিল মেঝেটির জন্য এবং অন্যটি তাকে আবৃত করার জন্য। যেটি মেঝেতে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং অন্যটি নরম আরামদায়ক বালিশের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। তুমি জানালার নীচের শীর্ষ ভাগে ধুলোর বক্র রেখা গুলি দেখতে পাচ্ছো কারণ কম্বলটি ভাঁজ করা হয়েছিল। তবে কম্বলের বালিশটি খুব আরামদায়ক ছিল না। তাই তার সময় কাটাতে ধুমপান করতে হয়। বোঝাই যায় তার ভাল ঘুম হয়নি। জাভেদ ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে একটি চুল তুলে ধরল। এই চুলটি খুব ছোট ও মোটা। এখানে যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে ছিল সে পুরুষ। যদি সে মহিলা হত তবে চুলটি

পাতলা ও লম্বা হত। নাফিস ভাবছিল জাভেদ আসেলেই পাগল। আমরা খুবই ভাল কাজ করেছি। এখন আমরা কী করবো? নাফিস গলা পরিস্কার করে জিজ্ঞাসা করল।
-আমরা সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবো যে পুরো সময় ধরে এখানে ছিল। জাভেদ বোকা সুলভ হাসি দিয়ে কথাটি বলল।

যখন জাভেদ তার কথাটি শেষ করল। সে একটি শব্দ শুনতে পেল। এটি একটি গাড়ীর স্টাট হওয়ার শব্দ ছিল। নাফিস এবং জাভেদ দু'জনেই থমকে গেল। তারা দু'জন ভয় পেয়ে পরস্পরের দিকে প্রশ্ন বোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বইল। জাভেদ গাড়ীর শব্দটি এখনও শুনতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছিল গাড়ীটি স্টাট দিয়ে নিউটল করে দাঁড়িয়ে আছে। শব্দটি ক্ষীন হলেও রাতের নিস্তব্দতা ভেঙ্গে আওয়াজটা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এখন জাভেদ পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সে তাৎক্ষনিক চর্ট লাইটটি বন্ধ করে ফেলল। যাতে সে কোন অনাক্ষাংখিত ঘটনার সম্মুখিন না হয়। তারা দুজনে চুপচাপ, নীচ তলা থেকে মানুষের চলাচলের আওয়াজ ভেসে এল। নীচ তলায় কি ঘটছিল কিছুই বোঝা গেল না। জাভেদ চাইলেই একটা দুঃসাহিসীক পদক্ষেপ নিতে পারত। কিন্তু নাফিসের কথা ভেবে পদক্ষেপটি নিল না। জাভেদ এখনও পর্যন্ত ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। তবে পায়ের আওয়াজ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। শীঘ্রই আরও একটি গাড়ী স্টার্ট দেয়ার আওয়াজ হল এবং পরপরই বোঝা গেল গাড়ীর ব্যাগডালা খোলা আবার বন্ধ করা হল। তার কিছুক্ষণ পরে গাড়ীর শব্দ হওয়ায় মিলিয়ে গেল।

লেখক পরিচিতি ঃ

ওয়াসীমুল বারী আরজু ওয়াই বি আরজু নামে বেশী পরিচিত। জন্ম ও বেড়ে উঠা ব্যস্ত শহর ঢাকার বুকে। শেকড় পুতা সমুদ্র কূল ঘেঁষা ব্রাঘতট জনপথ সাতক্ষীরায়। জন্ম ২০০১ সালের ৪ জুন, ১১১/বি/৪ উত্তর মুগদা পাড়া,ঢাকা। এ'লেভেল শেষ বর্ষের ছাত্র। ভবিষ্যতে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে পথ চলার মাঝে,লেখক হওয়ার অদম্য ইচ্ছার সাথে সন্ধি করে লেখায় মনোনিবেশ।

ওয়ারীর র‍্যাংকিন স্ট্রিটের বৃটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যায়নরত অবস্হায় লেখার আইডিয়া নিয়ে প্লট তৈরী। পঞ্চম শ্রেণীতে লেখা শুরু, শেষ ৬ষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে। অষ্টম থেকে ও'লেভেল পর্যন্ত লেখার বিভিন্ন যুক্তি,থিওরী নিয়ে দৌড়ঝাঁপ। অবশেষে অমর একুশের গ্রন্থমেলা ২০২১-এ প্রকাশ।

বিদ্যুৎসাহি ও সুপাঠক দাদা জি এম আকবর। বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও সমাজ সেবক নানা ইনসুর আলী একজন শিক্ষানুরাগী ও নয়া পদক্ষেপ পত্রিকার সম্পাদক। সারা ঘরময় হেঁটে বেড়ান আদরের ছোট্ট বোন রিজিয়া আফরীন হুজাইফা'কে নিয়ে পরিবারের আনন্দের শেষ নেই। ঢাকা ওয়াসায় কর্মরত বাবা মআ হান্নান নাট্য শিল্পী। অভিনয়, আবৃত্তি আর লেখালেখি তার শখ। মা নিগার সুলতানা রানী একজন গৃহিনী।